দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 JAN 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

সুন্দরগঞ্জ

গাইবান্ধা, ৯ জানুয়ারী (সংবাদদাতা)।— গাইবান্ধা জেলার সমস্যা জর্জরিত উপজেলার নাম সুন্দরগঞ্জ। সুন্দরগঞ্জ উপজেলা সদরটি গোয়ালের ঘাট ছড়া নদীর তীরে অবস্থিত।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলার পূর্ব দিকে চিলমারী উপজেলা, পশ্চিমে পীরগাছা ও মিঠাপুকুর উপজেলা, উত্তরে উলিপুর, দক্ষিণে সাদুল্যাপুর ও গাইবান্দা সদর উপজেলা অবস্থিত। লোকসংখ্যা মোট ৩ লাখ ১১ হাজার ২শ' ৬০ জন। আয়তন ১৬১.৪৫ বর্গমাইল। গ্রাম সংখ্যা ১০৯টি, ইউনিয়ন সংখ্যা ১৫টি। তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত ৭০ ডিগ্রি-৮০ ডিগ্রি ফাঃ ও ৪০ —৪৫ বৃষ্টিপাত।

কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৭০ লাখ ৫ হাজার। প্রধান ফসল ধান, পাট, ইক্ষু ও তামাক।

উপজেলা সদরে একটি হেল্‌থকমপ্লেক্সকস। ৮টি ইউনিয়নে ৮টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ১টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ও দু'টি পশু পালন অফিস আছে। জন্ম মৃত্যুর হার জন্ম ০৩% মৃত্যু ৯৫% বাড়তি ২.০৫%।

যোগাযোগ সড়ক পাকা ৭ মাইল, কাঁচা ২২৪ মাইল। নৌকা পথে ১৫ মাইল, রেল স্টেশন ১টি (বামনডাঙ্গা)। টেলিফোন একেচঞ্জে ১টি, ব্যাংক ৬টি, খাদ্য গুদাম ৮টি, ডাকঘর ১৩টি, তহসিল অফিস ৮টি, ডাকবাংলা ৪টি, পরিবারের সংখ্যা ৫৮,৮৩২টি, ওয়ার্ডের সংখ্যা ৪৫টি, ইউনিয়ন ১৫টি, গ্রাম ১০৯টি। নদনদী ৩টি, বিল ৩টি, হাট-বাজার ২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩৮টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৬টি, কলেজ ১টি, মাদ্রাসা ৬৬টি। ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে উপজেলার রামজীবন ইউনিয়নের কাশদহ মৌজায় বহু হিন্দু জাজকের আবির্ভাব হওয়ায় বৃটিশ সরকার তাদের উপাসনার নিমিত্তে একটি মঠ নির্মাণ করে। মঠটির পার্শ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগে একটি গর্তের সৃষ্টি হয়। পড়ে গর্তটির নামকরণ করা হয় মঠের কুড়া।

সাড়ে তিন লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই উপজেলা বর্তমানে নানা কারণে অবহেলিত। স্বাধীনতার পর অদ্যাবধি এলাকার জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষা, সাংস্কৃতি, যোগাযোগসহ অর্থনৈতিক নানা সংকটে এলাকাবাসী দুর্দশাগ্রস্ত।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বহুমুখী সমস্যার একটি হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। উপজেলা সদরের সঙ্গে বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামসমূহের সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ নেই। এমনকি গাইবান্দা জেলা শহরের সাথে এই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। রাস্তা-ঘাট থাকলেও তা মেরামতের অভাবে জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সুন্দরগঞ্জ থেকে গাইবান্ধা জেলার যাতায়াতের রাস্তাটি কাঁচা। ফলে এই এলাকা থেকে জেলা সদরে যেতে হলে ২২/২৩ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে হয়।

অপরদিকে এ উপজেলার অপর সমস্যা হচ্ছে, করালগ্রাসী তিস্তা নদীর ভাঙ্গন। প্রতি বছর বর্ষা মওসুমে এ উপজেলার তারাপুর, দহবন্দ, বেলকা, হরিপুর, চণ্ডিপুর, শ্রীপুর ও কাপাসিয়া ইত্যাদি ইউনিয়নসমূহ তিস্তা নদীর ভাঙ্গনে ব্যাপক ক্ষতি হয়। নদীর ভাঙ্গন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা না নিলে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা সদরও বিলীন হয়ে যাবে।